দৈনিক সংবাদ, FEB 5 _ 2001

তারিখ ……
পৃঃ ৭ কলাম ৩

অজ্ঞাত টেলিফোনে টাইম বোমা স্থাপনের দাবি

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে বোমাতঙ্কে ক্লাস ও পরীক্ষাসহ সকল কার্যক্রম বন্ধ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম ব্যুরো ': চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'টাইম বোমা' আতংকের কারণে গতকাল রোববার কোন ধরনের কার্যক্রম হয়নি। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী কলেজ, স্কুলসহ পুরো ক্যাম্পাসে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। অজ্ঞাতপরিচয় দুটি ফোন থেকে টাইমবোমা স্থাপনের খবর জানাজানি হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবধরনের কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। পুলিশের বিশাল বহর ভার্সিটির সকল ভবন তল্লাশি চালিয়ে বোমা পুঁতে রাখার কোন আলামত খুঁজে পায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৯টার দিকে অজ্ঞাতস্থান থেকে দু ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রক্টরকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনসহ ক্যাম্পাসে টাইমবোমা স্থাপন করার কথা জানায়। ওপরের গড ফাদারের নির্দেশে এসব টাইমবোমা বেলা ১২টায় বিস্ফোরণ ঘটানো হবে বলে জানানো হয়। এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস পরীক্ষাসহ প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেন এবং তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানান। পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে জেলা পুলিশ, সুপারের নেতৃত্বে একদল পুলিশ মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পুরো ক্যাম্পাস তল্লাশি চালান; কিন্তু কোন বোমার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং ১২টায় কথিত বোমার বিস্ফোরণও ঘটেনি। পরে ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষকসহ সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়া আতংক কেটে গিয়ে স্বস্তি ফিরে আসে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অজ্ঞাত এক টেলিফোন পেয়ে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বোমাতংক ছড়িয়ে পড়ে। সকাল ৯টায় এক ব্যক্তি উপাচার্য দপ্তরে টেলিফোনে জানায়, হাই কমান্ডের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনে টাইমবোমা স্থাপন করা হয়েছে, বেলা ১২টায় অপারেশন চালানো হবে। এ খবর পেয়ে দুর্ঘটনার আশংকায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অফিস ও ক্লাস ছেড়ে বাইরে অবস্থান নেয়ার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্র-শিক্ষকদের অনুরোধ করা হয়। নির্ধারিত পরীক্ষাগুলো স্থগিত ও হলগুলো খালি করা হয়। চ.বি. স্কুল ও কলেজ ছুটি ঘোষণা করা হয়। বিষয়টি সাথে সাথে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকল এজেন্সিকে জানানো হয়। পুলিশ তৎক্ষণাৎ ক্যাম্পাসে এসে অবস্থান নেয় এবং পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ক্যাম্পাসের সম্ভাব্য স্থানে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে অনুসন্ধান চালায়। দেশে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান সকলকে সতর্ক থাকতে এবং অপরিচিত কোন লোক দেখলে খোঁজখবর নেয়ার অনুরোধ জানান।